আজকের আলমগীর কবীরই কি এককালের আরিফ ঃ এলাকায় পরিচিতি 'বাংলা ভাইয়ের গডফাদার'

ইখতিয়ার উদ্দিন ঃ প্রথম দিকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এবং এখন দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে 'বাংলা বাহিনী' বা জাগ্রত মুসলিম জনতা-বাংলাদেশ (জেএমবি) নামের একটি উগ্র মৌলবাদী জঙ্গি গ্রুপ। এই জঙ্গি গোষ্ঠীর নেতা 'বাংলা ভাই' বা আজিজুর রহমান ওরফে সিদ্দিকুর রহমানের অন্যতম 'গডফাদার' হিসেবে সকল মহলে আলোচিত হচ্ছে নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় সাংসদ, জোট সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের নাম। অভিযোগ উঠেছে, শুধু বাংলা বাহিনীই নয়- এর আগেও বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আলমগীর কবির। প্রথম জীবনে নকশালপন্থী আন্দোলনে যুক্ত থাকার সুবাদে বিভিন্ন রোমহর্ষক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উত্তর জনপদের ত্রাসে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। সে সময় চাঞ্চল্যকর একাধিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে বিএনপিতে যোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী হলেও তার চরমপন্থী কানেকশন অব্যাহত রয়েছে।

তালেবান স্টাইলে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার নামে ত্রাস সৃষ্টিকারী ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী বাংলা বাহিনীর ফিল্ড অপারেটরদের (মাঠ পর্যায়ের নেতা-ক্যাডার) অনেকেই আলমগীর কবিরের সাবেক নকশাল সহকর্মী বলে জানা গেছে। এরাই এখন দাড়ি রেখে, টুপি পরে বাংলা বাহিনী পরিচয়ে চরমপন্থী নিধনের নামে হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করেছে। আর এদেরকে অব্যাহতভাবে মদদ দেওয়ার মাধ্যমে 'গডফাদার' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন আলমগীর কবির। গত বছর ১৬ অক্টোবর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ক্ষমতাসীন জোটের ১০২ জন গডফাদারের তালিকা প্রকাশ করা হয়। বলা হয়, এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে তারা পুষে থাকেন। এই তালিকায় ৯ নম্বরে রয়েছে আলমগীর কবিরের নাম।

এ বছর বাংলা বাহিনীর তাণ্ডব শুরু হলে গত ৫ জুন আজিজুর রহমান ওরফে সিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাংলা ভাই দাবি করেন জোট সরকারের ৩ জন মন্ত্রী এবং একজন সাংসদ তাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে দায়িত্ব দেন। তার এই দাবির আরেকটি ভিন্নরূপ হচ্ছে শুধু এই মন্ত্রী-সাংসদরা নন একজন এসপির নির্দেশেও তার বাহিনী তৎপরতা চালাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এখানে উল্লেখ্য, এই তিন মন্ত্রীর মধ্যে আলমগীর কবিরের নামও প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু বিভিন্ন সময় এসব তথ্য সংবাদপত্রে ছাপা হলে সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন আলমগীর কবির। সম্প্রতি তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ কারণে সাংবাদিকদের সম্পর্কে তীব্র বিষোদগার করেন তিনি। এমনকি সাংবাদিকরা পুলিশের চেয়েও খারাপ বলে মন্তব্য করেন। এদিকে আলমগীর কবির তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের মদদদান বা নকশাল আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তার চরিত্র হননের লক্ষ্যে একটি মহল সুপরিকল্পিতভাবে এসব 'অপপ্রচার' চালাচ্ছে বলে তিনি পাল্টা অভিযোগ করেন।

সে দিনের সেই আরিফ

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে পড়ে। মতিন-আলাউদ্দিনরা পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বের হয়ে গঠন করেন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি। '৬৯ সালে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি চারু মজুমদার অনুসৃত 'খতম'-এর লাইন গ্রহণ করে। '৭০ সালে পার্টি গ্রামাঞ্চলে 'শ্রেণীশত্রু খতমের' কার্যক্রম শুরু করে। ওই সময় কলেজে অধ্যয়নরত আলমগীর কবির পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন। দ্রুত তিনি পার্টির এক দুর্ধর্ষ ক্যাডারে পরিণত হন।

একাত্তরে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি মহান মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের কামড়া কামড়ি' বলে তত্ত্ব দিয়ে বিতর্কিত অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্ত পার্টির রাজশাহী অঞ্চলের সদস্যরা এ তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে একযোগে পদত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। এদের সঙ্গে আলমগীর কবিরও ছিলেন। কিন্তু এই সুযোগে আলমগীর কবির ও তার ভাইসহ অন্য সহযোগীরা শ্রেণীশত্রু খতমের নীতিও বজায় রাখেন। এক পর্যায়ে তারা ক্যাডারদের নিয়ে রায়নগর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নিয়াজীকে গলা কেটে হত্যা করেন। ওই অপরাধে মুক্তিবাহিনী তাকে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেও সহযোদ্ধাদের কাছে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পান আলমগীর কবির। দেশ স্বাধীন হলে পূর্ব বাংলার

কমিউনিস্ট পার্টির পদত্যাগী সদস্যরা আবার পার্টিতে ফিরে আসেন। '৭২ সালে আবার দেশে নকশালপন্থীদের 'গলাকাটা' রাজনীতি তুঙ্গে ওঠে। ওই বছরই পরীক্ষার হলে প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে নকল করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন আলমগীর কবির। এ সময় তিনি নকশালপন্থী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চলে আসেন। সে সময় আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতির কৌশল হিসেবে তার ছদ্মনাম ছিল 'আরিফ'। নিষিদ্ধ নকশাল আন্দোলনের স্থানীয় কমান্ডার অহিদুর রহমানের অধীনে দ্রুত ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসীতে পরিণত হন আরিফ ওরফে আলমগীর কবির। একই গ্রুপের সদস্য ছিলেন তার ছোটভাই আনোয়ার হোসেন বুলু। আন্ডারওয়ার্ল্ডে তিনি 'কানু' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৭২ সালের জুন মাসে আত্রাই থানার গণ্ডগোয়ালী গ্রামে চরমপন্থীদের হাতে খুন হয় ৩২ জন পুলিশ। আরিফ ওরফে আলমগীর কবির এবং কানু ছিলেন সেই পুলিশ হত্যা মামলার (আত্রাই থানার মামলা নং-৮{৬/৭২}) চার্জশিটভুক্ত আসামি। ঐ বছরই আত্রাইয়ের শাহগোলা রেলস্টেশনে একই দিনে ৭ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। আরিফ ওরফে আলমগীর করির ছিলেন ঐ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি (আত্রাই থানার মামলা নং-১০/১৯৭২)। এই দুটি কুখ্যাত হত্যা মামলাসহ তার বিরুদ্ধে সে সময় ১৮টি হত্যা মামলা ছিল। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তার কমান্ডার অহিদুর রহমান গ্রেপ্তার হলে 'সংগঠন এবং অপারেশন' পরিচালনাসহ অহিদুর রহমানের পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব পড়ে আরিফ ওরফে আলমগীর কবিরের ওপর। এই সুযোগে অহিদুর রহমানের ছোটবোন নূরুন্নাহারকে অস্ত্রের মুখে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন তিনি। তবে বিয়ের কোনো কাবিন রেজিস্ট্রি হয়নি বলে জানা যায়। যে কারণে এখনো উভয় পরিবারের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হয়নি। বরং বৈরিতা অব্যাহত আছে। ১৯৭৪ সালে সেনাবাহিনীর নকশালবিরোধী অভিযান চলাকালে তানোর থানার একটি করবস্থান থেকে তৎকালীন মেজর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে স্টেনগানসহ গ্রেপ্তার হন সেদিনের কুখ্যাত নকশালপন্থী আরিফ-যিনি আজকের আলমগীর কবির।

প্রকাশ্য রাজনীতি, ক্ষমতা ও সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকতা

১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে আলমগীর কবিরকে তার দলে ভিড়িয়ে নেন। এসময় জিয়ার উদ্যোগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক নির্বাহী আদেশে আলমগীর কবিরের নামে থাকা সকল মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কোনো মামলাই ট্রায়ালে যায়নি। জিয়ার মৃত্যুর পর রাজনীতিতে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন তিনি। ১৯৮৫ সালে দলের সিদ্ধান্ত অমান্য

করে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। এ সময় তিনি জাতীয় পার্টির সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। এরশাদের পতনের পর পুনরায় বিএনপিতে সক্রিয় হয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে নওগাঁর আত্রাই-রানীনগর আসন থেকে বিএনপির টিকিটে প্রথমবারের মতো সাংসদ নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তিনি তার চরমপন্থী সহযোগীদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগান বলে অভিযোগ রয়েছে। একই কায়দায় তিনি ১৯৯৬ সালে ও ২০০১ সালের নির্বাচনেও জয়ী হন। ৪ দলীয় জোট সরকারে তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

১৯৯৯ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে সার কেলেঙ্কারির ঘটনায় তার সংশ্লিষ্টতা ধামাচাপা দিতে তৎকালীন সাংসদ আলমগীর কবির নিজের হাতে একজন সহকারী কমিশনারকে (ভূমি) পিটিয়ে আহত করেন বলে অভিযোগ ওঠে। এ সময় তার নির্মম প্রহারের শিকার হন রায়নগর থানার একডানা ইউপির চেয়ারম্যান আফজাল হোসেন ও পারইল ইউপি চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন। ওই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে ৩টি মামলা হলেও ক্ষমতাসীন দলের এমপি হওয়ায় জামিন না নিয়েই তিনি প্রকাশ্য তৎপরতা চালান। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে ওই মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলমগীর কবির প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর আত্রাই, রানীনগর ও নওগাঁ থানার ১০টি হত্যা মামলা প্রত্যাহারের জন্য ডিও লেটার দেন। মামলাগুলো হচ্ছে মজিবুর রহমান হত্যা মামলা, সাখাওয়াত হোসেন হত্যা মামলা, মনসুর আলী হত্যা মামলা, নজরুল ইসলাম হত্যা মামলা, রাজা হত্যা মামলা, লালু হত্যা মামলা, অরুণ হত্যা মামলা, লতিফ হত্যা মামলা ও গোলাম নবী হত্যা মামলা। কিন্তু ব্যাপক তদবিরের মাধ্যমে এসব মামলা প্রত্যাহার করিয়ে নেওয়া হয়। এসব হত্যাকাণ্ডের পেছনে আলমগীর কবিরের প্রত্যক্ষ মদদ ছিল বলেই জানা গেছে। বিশেষত আত্রাই থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান রাজা হত্যা মামলায় তিনি নিজেও ছিলেন অন্যতম আসামি।

সাংবাদিকদের ওপর ক্ষিপ্ত কেন?

সাংবাদিকদের ওপর খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির। তার বিভিন্ন অপকর্মের সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশ করাই সাংবাদিকদের অপরাধ। গত এপ্রিল মাসের শুরুতে চরমপন্থী দমনের নামে মাঠে নামে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী বাংলা বাহিনী। প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির এই তথাকথিত বাংলা বাহিনীর অন্যতম গডফাদার বলে জোর অভিযোগ রয়েছে এলাকায়। এই জঙ্গি চক্রের পেছনে আরো দুজন মন্ত্রী, একজন মেয়র ও দুজন এমপিরও মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ আছে। বিশেষত আলমগীর কবিরের সাবেক নকশাল সহকর্মীরা বাংলা বাহিনীর ফিল্ড অপারেটর হিসেবে কাজ করছে। এদের মধ্যে তাজুল মাস্টার, আবদুস সালাম, হেমায়েত হোসেন হিমু, মিলন, রুস্তম, মান্নান,

শাহীন, সরদার, সোহেল মেম্বার, মন্টু ডাক্তার, হবিবুর রহমান হবি অন্যতম। এরা রাতে সর্বহারা আর দিনে বাংলা বাহিনীর পরিচয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে জানা গেছে। এসব তথ্য বেশ কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে নিয়মিত ছাপাও হচ্ছে। তাছাড়া বিগত নির্বাচনের আগেও আলমগীর কবিরের চরমপন্থী কানেকশনের সংবাদ ছাপা হয় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকসহ রাজশাহী অঞ্চলের পত্রপত্রিকায়। এ কারণেই সাংবাদিকদের ওপর তার যতো ক্ষোভ।

আলমগীর কবির যা বলেন

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির অবশ্য সরাসরি এসব তথ্যের সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তার চরিত্র হননের লক্ষ্যে একটি মহল সুপরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপকালে তিনি বলেন, আমি কখনো নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। ছাত্র জীবনে ছাত্র ইউনিয়ন এবং পরবর্তী সময়ে ন্যাপ করেছি আমি। জীবনে হত্যাকাণ্ড তো দূরের কথা কোনো অপরাধই করিনি। তানোরের কোনো কবরস্থান থেকে গ্রেপ্তার হইনি। এমনকি তানোরে কখনো যাইনি আমি। আলমগীর কবির বলেন, আমি জীবনে ৪ বার গ্রেপ্তার হয়েছি। প্রথমবার গ্রেপ্তার হই আওয়ামী লীগ আমলে রাজশাহী শহর থেকে। দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার করা হয় এরশাদের আমলে আমার নিজের ছাপাখানা থেকে। শেখ হাসিনার সরকারের আমলে একবার আমার বাসা থেকে এবং একবার সংসদ ভবন এলাকা থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলমগীর কবির জানান, তিনি কখনো ঘুষ খাননি। মদ, সিগারেট বা নেশা জাতীয় কোনো দ্রব্য স্পর্শ করেননি। তিনি নিজেকে একজন কবি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আমার কবিতার বই আছে। আমি লেখালেখি করি। এটাই কি আমার অপরাধ?

তিনি অভিযোগ করেন, আমার বিরুদ্ধে কয়েকটি পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা প্রতিবেদন লিখে যাচ্ছে। আমাকে চোর, ডাকাত, খুনি বলছে এটাতো হতে পারে না। ন্যূনতম ভদ্রতাটুকু কি আমি আশা করতে পারি না? এটাতো মানবতা নয়। এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, লিখছেন, লিখে যান। সত্যের জয় একদিন হবেই।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ৪ জুলাই, ২০০৪